সংবাদ

তারিখ 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

অভিমত

প্রসঙ্গ : এসএসসির নতুন শিক্ষাক্রম

আগামী বছরই সরকার নবম শ্রেণী থেকে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ এসএসসি লেভেলে আর কোন গ্রুপ থাকছে না। বেশি মেধাবী না স্বল্প মেধাবী সবাইকে একই বিষয় পড়তে হবে। আর এর জন্য নবম শ্রেণী থেকে সব বই নতুন করে লিখতে হচ্ছে বা সম্পাদনা করতে হচ্ছে। খুব তড়িঘড়ি করে সরকার এগুলো করে ফেলেছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ছিল না বলে এর প্রয়োগ যোগ্যতার ওপর উপযুক্ত ও যথার্থ গবেষণা করা সম্ভব হয়নি। সরকারের ওপর মহল কেন উপযুক্ত কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ বা গবেষকের পরামর্শ ছাড়া এরকম একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল তা আমাদের বোধগম্য নয়।

মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম আগে যেভাবে তৈরি করা ছিল তার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে শুধু নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করাটা কোন বিবেচনাপ্রসূত কাজ নয়। কারণ আগে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম একটা ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেও যে একটা শুভ ফল আমরা পাবই এটা আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি?

কারিকুলাম পরিবর্তন করাটা যদি এত বেশি প্রয়োজন হয় তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নিয়মমাফিক পরিবর্তনটা শুরু করুন। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষাক্রমের মাঝখান থেকে কেবল নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করাটা অযৌক্তিক।

নতুন সিলেবাসে এসএসসিতে যে ১৫০ নম্বরের সাধারণ বিজ্ঞান রয়েছে তাতে পদার্থ, রসায়নে ৭৫ নম্বর এবং উদ্ভিদবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও জনসংখ্যা শিক্ষায় ৭৫ নম্বর থাকছে। সরকারের ভাষ্যমতে সব শিক্ষার্থীকেই বিজ্ঞানমনস্ক করতেই এ ব্যবস্থা। আর বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোও সবার জন্য উচিত। খুব ভাল কথা। এখন কথা হচ্ছে গ্রামে এখনও ৬০০০ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নেই এবং বিজ্ঞানের কোন শিক্ষকও ওইসব স্কুলে নেই। ওই সব স্কুলে রসায়ন পদার্থ জীববিদ্যা কে পড়াবে? আর গ্রামে যে ৭০% শিক্ষার্থী রয়েছে তার খুব একটা সামান্য অংশই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে থাকে। কারণ গ্রামের খুব কম স্কুলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ানোর মতো দক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। অথবা গ্রামের শিক্ষার্থীদের শহরের শিক্ষার্থীদের মতো কোচিংয়ে পড়ার সুযোগও নেই, যে কোন বিষয় চাপিয়ে দিলে তারা কোন না কোন উপায়ে পাসটা অন্তত করতে পারবে। বর্তমানে এসএসসি স্তরে যে ১০০ নম্বরের গণিত আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় তাতেই পাস করতে গ্রামের সিংহভাগ শিক্ষার্থীকে রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হয়। এর সবচেয়ে প্রধান ও সর্বজন স্বীকৃত কারণ হচ্ছে গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে গণিতের দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। তাহলে গ্রামের সব ছাত্রছাত্রীর ওপর যদি পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে ওদের যে কি দুরবস্থা হবে তা সহজেই বোধগম্য। সবাইকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারলে ভাল, কিন্তু সবার ভেতর সেই মেধা বা সবার সে সুযোগ আছে কি না তাও তো চিন্তা করে দেখতে হবে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা কি বিষয়টা একবারও ভেবে দেখেছেন?

বর্তমানে যে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যা মিলে মোট ৩০০ নম্বরের বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। এই সিলেবাসকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার দাবি সচেতন মহলের। কারণ যারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও যারা পড়াশোনার বেশি সুযোগ পায় তারাই সাধারণত বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে আসে। তাই এ সিলেবাস যদি আরও সমৃদ্ধ হয় তবে ওই ছাত্রছাত্রীদের কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে এ বিষয়ে তারা সুফল পাবে; কিন্তু বর্তমান শিক্ষাক্রমে করা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো, মানে ৩০০ নম্বরের বিজ্ঞানের স্থলে ১৫০ নম্বরের বিজ্ঞান পড়ানো হবে। তাহলে যেসব ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাদের উপরের ক্লাসে গিয়ে কি সমস্যায় পড়তে হবে না? এসএসসিতে শিক্ষার্থীরা ৩০০ নম্বরের বিজ্ঞান পড়েও এইচএসসি পাস করে এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীকে রীতিমতো নাকের জল চোখের জল এক করতে হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একজন ছাত্রছাত্রীর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এসব ছাত্রছাত্রীর দাবি হলো তাদের এসএসসি ও এইচএসসি'র সিলেবাস আরও সমৃদ্ধ করা যেন উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে তাদের কোন সমস্যায় পড়তে না হয়। নতুন শিক্ষাক্রমে এর বিপরীত করা হচ্ছে যেটা সমস্যাটা আরও প্রকট করে তুলবে। ক্ষেতে ভাল ও উচ্চফলনশীল ফসলের চাষ করতে হলে ক্ষেতকে যেমন ফসল বোনার আগে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করতে হয় তেমনি প্রয়োজন দক্ষ কৃষক ও উপযুক্ত বিনিয়োগ। এর একটির ব্যত্যয় ঘটলে ফল মোটেও আশানুরূপ হবে না। শুধু ভাল বীজ ভাল ফসল দিতে পারে না এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশও দরকার। আমাদের এসএসসির শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনতে হলে বিষয়টি এভাবেই ভেবে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দাবি হলো যদি একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করতেই হয় তবে আগে প্রতিটি স্কুলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন। শহর গ্রাম সব স্থানের প্রতিটি স্কুলে প্রয়োজনীয় ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিন। প্রয়োজনে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করুন, যাতে মেধাবীরা এ পেশায় আকৃষ্ট হয়। প্রতিটি স্কুলে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক থাকেন তাহলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর একটা বিষয় চাপানোর মতো অন্তত একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়। এরপরও আমাদের দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এ বিষয়ে একটা বড় ফ্যাক্টর। এসব বিষয় বিশেষ বিবেচনায় এনে তবে একটা বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আর এখনই যে এসএসসি কারিকুলাম পরিবর্তন করতেই হবে এমন কেন? বর্তমানে যে শিক্ষাক্রম চালু আছে তা পড়ে তো আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে দেশ-বিদেশে প্রচুর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হচ্ছে। মাঝামাঝি দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের ওপর পদার্থ, রসায়ন কিংবা ব্যবসা শিক্ষা চাপিয়ে দিয়ে বা মেধাবীদের আরও বেশি করে ইতিহাস, ভূগোল বা পৌরনীতি পড়তে বাধ্য করানোটা খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে চাই গ্রামের কিছু স্কুল পরিদর্শন করে দেখুন এ ধরনের শিক্ষাক্রম দেশের সব স্কুলের জন্য সামঞ্জস্য হয় কি না। প্রয়োজনে দেশের সব এলাকার স্কুলগুলোর পরিবেশ পরিস্থিতি উপযুক্ত গবেষক দিয়ে জরিপ করিয়ে দেখুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের শিক্ষাক্রম চালু করার মতো সময় এসেছে কি না বা এর উপযুক্ত পরিবেশ আছে কি না।

দেশে নকল বন্ধ করার জন্য যেমন জনগণ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তেমনি এরকম খেয়ালি সিদ্ধান্ত যদি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিরূপ ফল বয়ে আনে তবে অবশ্যই সরকারকে জনগণের কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ এ সিদ্ধান্তের ওপর দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর নিজেদের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ জড়িত। সবশেষে বলতে চাই সব দিক বিবেচনা না করে কেবল গৌরী সেনের টাকায় বিশাল এক প্রকল্প নিয়ে দয়া করে পুরো জাতির ঘাড়ে সর্বনাশ করবেন না। এটা সরকারের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা।

□ পল্টন কুমার বিশ্বাস
রায়ের বাজার, ঢাকা।